দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 7 NOV 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শরীয়তপুরে ভাঙনের কবলে কুড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

■ অনল কুমার দে, শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ, জাজিরা, নড়িয়া ও গোসাইরহাট উপজেলায় পদ্মা ও মেঘনা তীরে ভাঙনের মুখে ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিদ্যালয়ের ভবনগুলো যে কোন সময় নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশংকা করছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। ৮ হাজার শিক্ষার্থীকে ভয় ও আতংক নিয়ে প্রতিদিন ঝুঁকির মধ্যে পাঠদান করা হচ্ছে।

শরীয়তপুরে এ বছর ব্যাপক নদীভাঙন শুরু হয়েছে। ভাঙনে বিভিন্ন গ্রাম বিলীন হওয়ায় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে গ্রামগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পদ্মা ও মেঘনা তীরবর্তী ১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় ভবন ভাঙনের মুখে রয়েছে। নদী থেকে ৫ হতে ৫০ ফুট দূরত্বের বিদ্যালয়গুলোর বর্তমান অবস্থান।

বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ভেদরগঞ্জ উপজেলার ৩৯নং দুলার চর বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬৭নং দুলারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছুরিরচর বেপারীকান্দি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছুরিরচর বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪১নং সাতানি মাদারতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭নং ১৪নং কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাজিরা উপজেলার ডিয়ারা নাওডোবা রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাইনপাড়া ওছিমউদ্দিন মাদবর কান্দি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাইনপাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয়, পাইনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নওপাড়া রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফৈজউদ্দিন মাদবর কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পালেরচর হাট ফজলুল হক রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড় কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড় কান্দি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, নড়িয়া উপজেলার পাঁচগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঁচগাঁও রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোসাইরহাট উপজেলার দক্ষিণ কোদালপুর নতুন বাজার রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরমাদারীয়া রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছৈয়ালপাড়া নান্নু মুন্সী কান্দি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ঝুঁকি আর আতঙ্কের মধ্যে ৮ হাজার শিক্ষার্থীকে পাঠদান

নদীতীর সংরক্ষণ করে বিদ্যালয় ভবনগুলো রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়ে শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে নদীতীরে মানববন্ধন করেছে। শরীয়তপুর প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় থেকে নদী ভাঙনে ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়গুলোর তালিকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে। বিদ্যালয়গুলো রক্ষা করার দাবি জানিয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। ছুরিরচর বেপারী কান্দি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী আহাম্মেদ বললেন, আমার বিদ্যালয়ে ৫ শতাধিক শিশু শিক্ষার্থী। বিদ্যালয়ের পাকা ভবনটি নদীর ৫ ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে ভবনের মধ্যেই পাঠদান করাতে হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা সব সময় ভয় ও আতংকের মধ্যে থাকে। ফৈজউদ্দিন মাদবর কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী রফিক ও দিদার জানায়, বিদ্যালয় ভবনটি নদীতীরে। যে কোন সময় বিলীন হয়ে যেতে পারে। আমাদের বিদ্যালয়ে আসতে ভয় লাগে। যতক্ষণ ক্লাশে থাকি ততক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকি।

ছুরিরচর বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বোরহান সরকার বললেন, নদী বিদ্যালয়ের কাছে চলে এসেছে। বিদ্যালয়টি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে এলাকার ৭৪৫ জন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন এখানেই শেষ হয়ে যাবে। এলাকার আশেপাশে আর কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় এরা পড়ালেখা করতে পারবে না। তাই বিদ্যালয়ের ভবনটি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানাচ্ছি।

শরীয়তপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলেয়া ফেরদৌসী বললেন, নদী ভাঙনের ঝুঁকিতে যে সকল বিদ্যালয় রয়েছে তার তালিকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়গুলো রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণের জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিতে আলোচনা করা হয়েছে। শরীয়তপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আবদুল খালেক বললেন, নদীভাঙনের হুমকিতে যে সকল বিদ্যালয় রয়েছে তা রক্ষা করার কোন বরাদ্দ আমাদের কার্যালয়ে নেই। তাছাড়া এ বিষয়ে কোন নির্দেশনাও আমাদের কাছে আসেনি।